আইন কমিশন

তারিখঃ ০৩ ফেব্রুয়ারী ২০১০

বিষয়ঃ অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০৯-এর (খসড়া) বিষয়ে আইন কমিশনের মতামত।

বিগত ৩১ জানুয়ারী, ২০১০ অপরাহ্নে, উপর্যুক্ত বিষয়ে লেখা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চিঠিটি আইন কমিশনে পৌঁছে। পরদিন, ০১ ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবিত অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১০-এর খসড়া নিয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (লেঃড্রাঃ) বেগম সালমা বিন্‌তে কাদিরের সাথে আইন কমিশনের আলোচনা হয়।

দেওয়ানী বিরোধের বিকল্প নিষ্পত্তির জন্য দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৪ নং আইন)-এর মাধ্যমে দেওয়ানী কার্যবিধিতে ধারা ৮৯এ, ৮৯বি ও ৮৯সি সংযোজন করা হয়। ধারা ৮৯এ-তে অর্থ ঋণ আদালত আইনকে আওতাবর্হিভূত রাখা হয়। অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) তৈরী করে অর্থ ঋণ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া হয়। এ ধরণের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ৮৯এ, ৮৯বি ও ৮৯সি সম্বলিত বিকল্প ব্যবস্থা কেন যথেষ্ট বিবেচিত হলো না এবং অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ কার্যকর হওয়ার পরই বা কি ধরনের সাফল্য বা সমস্যা দেখা দেয় সে সম্পর্কে তথ্যাদি কমিশনের জানা জরুরী। কিন্তু স্বল্প সময়ে তা সম্ভবপর নয়।

কমিশনের মতামত প্রস্তাবিত অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১০-এর ৫, ৬ ও ৭ ক্রমিকে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকল। কেননা, সকল প্রকার দেওয়ানী ও ছোটখাটো ফৌজদারী বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সার্বিক বিকল্প-ব্যবস্থা সুপারিশ করার জন্য কমিশন কাজ করে যাচ্ছে।

কমিশন মনে করে প্রস্তাবিত অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১০-এর ধারা ২২-এর (৯) উপ-ধারার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, কোর্ট ফি ফেরত দেয়ার কোন আইনগত যুক্তি নেই। মামলা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবার পর বাদী-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোর্ট ফির সামান্য টাকার জন্য আগ্রহী হবার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

ধারা ২৪-এ যে ধরণের রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা কেবল নাবালক বা দূর্বল এবং নানা কারণে অক্ষম পক্ষের জন্য রাখা হয়। কিন্তু আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব আইনগত সত্ত্বা আছে এবং মামলার প্রথম থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন। পরিপত্র জারীর বিষয়টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত বিধায় পরিপত্র জারী সংক্রান্ত পৃথক বিধান আইনে থাকার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া, প্রস্তাবিত ২৫(১) ও বিদ্যমান আইনের ২৫(২) ধারা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষা করতে যথেষ্ট।

প্রস্তাবিত অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১০-এর ৫, ৬ ও ৭ ক্রমিকের বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ 'সংলাগে' দেয়া হলো।

(অধ্যাপক এম, শাহ আলম)
সদস্য

(বিচারপতি মোঃ আবদুর রশিদ)
চেয়ারম্যান

সংলাগ

কমিশনের সুপারিশ

১। প্রস্তাবিত খসড়া বিলের ধারা ২২-এর উপ-ধারা (৪) এর "প্রয়াস গ্রহনের বিষয়ে" শব্দগুলির পরিবর্তে "নিমিত্তে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হবে।

প্রস্তাবিত খসড়া বিলের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৪) এর শেষাংশে দাড়ির পরে নিম্নোক্ত শব্দগুলি সংযোজিত হবে, যথাঃ-

"পক্ষগণ আদালতকে অবহিত করিতে ব্যর্থ হইলে উপ-ধারা (১) এর অধীন মধ্যস্থতার আদেশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং মামলার শুনানী ও পরবর্তী কার্যক্রম অবিলম্বে এমনভাবে অনুসৃত হইবে যেন উপ-ধারা (১) এর অধীনে মধ্যস্থতা বিষয়ে আদৌ কোন আদেশ প্রদান করা হয় নাই"।

২। প্রস্তাবিত খসড়া আইনের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৭) এর "প্রযোজ্য মতে, Code of Civil Procedure, 1908 এর আদেশ ২৩ এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসরণে" কমা ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হবে।

৩। প্রস্তাবিত খসড়া আইনের ধারা ২২ উপ-ধারা (৯) বিলুপ্ত হবে।

৪। প্রস্তাবিত খসড়া আইনের ধারা ২২ উপ-ধারা (১০) এর প্রদত্ত শব্দের পরে 'কোন' শব্দটির পরিবর্তে "আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে এবং উক্ত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে।

৫। প্রস্তাবিত সংশোধনীর ধারা ২৪ উপ-ধারা (১) সহ মূল আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) বিলুপ্ত হবে এবং ধারা ২২ এর উপ-ধারা (১) এ আদালত শব্দের পরে '', ধারা ২৪ এর বিধান সাপেক্ষে," কমা ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশনের কার্যালয়
পুরাতন হাইকোর্ট ভবন
ঢাকা-১০০০।
www.lawcommissionbangladesh.org

নং- আক/মতামত/১৮৩/২০০৯/

তারিখঃ ২০ মাঘ, ১৪১৬ / ০৩ জানুয়ারী, ২০১০

প্রাপকঃ মাননীয় সচিব
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

সূত্রঃ নং আইন-১৩-২৬/০৭/২৬ তারিখ- ৩১/০১/২০১০

বিষয়ঃ অর্থঋন আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০৯-এর খসড়ার বিষয়ে আইন কমিশনের মতামত প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রস্থ পত্র মূলে আইন কমিশনের যে মতামত যাচনা করা হয়েছে তদ্‌বিষয়ে আইন কমিশন একটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রস্তুত করেছে কমিশনের সুনির্দিষ্ট মতামত এবং সুপারিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রসাত প্রেরণ করা হল।

(এ, এফ, এম, আমিনুল ইসলাম)
সচিব
আইন কমিশন।
ফোনঃ ৯৫৫৯০০৫ (অঃ)

দৃঃ আঃ বেগম সালমা বিনতে কাদির
যুগ্ম-সচিব (লেঃ ড্রাঃ)
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।